অনুচ্ছেদ ৩৯: নির্ভরযোগ্য পাঠ

বাংলায় এই গঠনতন্ত্রের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

অনুচ্ছেদ ৪০: গঠনতন্ত্রের সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জন

১) গঠনতন্ত্র ও বিধি সংশোধনের প্রস্তাব শুধু বার্ষিক সাধারণ সভায় বিবেচিত হবে।

২) বার্ষিক সাধারণ সভার কমপক্ষে ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে প্রস্তাবিত সংশোধনী কার্য নির্বাহী পরিষদে পাঠাতে হবে এবং প্রস্তাবটি নির্বাহী কমিটিতে আলোচনাপূর্বক তাদের মতামতসহ বিবেচনার জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা হবে।

৩) এই গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা, উপধারা বা শব্দের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংকোচন, সংযোজন বা রদবদলের প্রয়োজন হলে সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে তা সংশোধন করা যাবে। তবে বানান ভুল, ব্যাকরণজনিত ভুল, ক্রমিকের ভুল বা সাধারণ ভুল সংশোধনী প্রস্তাব ব্যতিরেকে কার্যনির্বাহী কমিটি সংশোধন করতে পারবে।

৪) বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত সংশোধনী গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে তা গঠনতন্ত্রের অংশ হিসেবে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ৪১: সংগঠনের বিলুপ্তি

সাধারণ সভার অনুমোদন স্বাপেক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে এই অ্যাসোসিয়েশন বিলুপ্ত করা যাবে। বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সকল দায় পরিশোধ করার পর যাবতীয় সম্পদ জাহাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করতে হবে এবং একই সাথে সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তরকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

অনুচ্ছেদ ৪২: অলিখিত বিষয়সমূহ

যে সকল বিষয় সম্পর্কে গঠনতন্ত্রে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি, সে সকল বিষয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এবং কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন । উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ এই গঠনতন্ত্রের সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে।